নারী ও শিশু

(২০০৯-২০১২)

- মুক্তিযুদ্ধকালে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সৃষ্ট "নারী পুনর্বাসন বোর্ড" গঠনের মাধ্যমে দেশে নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা শুরু।
- দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা।
- নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩ এপ্রিল ২০১২ কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত "উন্নয়নে নারী" শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে যোগদান করেন।

- নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন প্রণয়ন।
- মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ পূর্ণ গড় বেতনে ৪ মাস থেকে ৬ মাসে বর্ধিতকরণ।
- জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্যের আসন সংখ্যা ৪৫ থেকে ৫০ এ উন্নীত।
- ইউনিয়ন পরিষদে ৩ জন করে নারী সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত। এমডিজি-৩ অর্জনে ব্যাপক সাফল্য।
- ইভটিজিং প্রতিরোধে ভ্রাম্যমাণ আদালত আইনের অধীন দণ্ডবিধির দ্বারা অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেটকে ব্যবস্থা গ্রহণে ক্ষমতা প্রদান।
- দরিদ্র গর্ভবতী মা, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার এবং কৃষিকাজে নিয়োজিত প্রান্তিক নারী কর্মীদের জন্য ভাতা প্রদান।

- দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কর্মসূচীর আওতায় ৩ লক্ষ ৭০ হাজার ৪০০ জনকে মাসিক ৩৫০ টাকা হারে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ১৬১ কোটি টাকা ভাতা প্রদান।
- মাতৃত্বকালীন পরিচর্যার জন্য মা ও শিশু-স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও অন্যান্য বিষয়ে নির্বাচিত এনজিও ও সিবিও কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রথমবারের মতো শহর অঞ্চলে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচী চালু। ২ লক্ষ ২২ হাজার ৭২৫ জন উপকারভোগীর মধ্যে মাসিক ৩৫০ টাকা হারে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ৯৪ কোটি টাকা ভাতা প্রদান।
- দেশের ৬৪টি জেলায় ৪৮৬টি উপজেলার ৪ হাজার ৫২৫টি ইউনিয়নে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী নারীদের জন্য ভিজিডি কর্মসূচী চালু। উপকারভোগী প্রত্যেক নারীকে মাসিক ৩০ কেজি চাল অথবা গম বিতরণ। পার্বত্য জেলার উপকারভোগীদের মধ্যে মাসিক মাথাপিছু ৩০ কেজি আতপ চাল বিতরণ। ৮৪৫ কোটি টাকা ব্যয়। ৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টন খাদ্যশস্য বিতরণ। উপকারভোগীর সংখ্যা ১৫ লক্ষ।
- ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় সামাজিক সচেতনতা, আয়বর্ধন ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে চুক্তিবদ্ধ ১৮০টি এনজিও'র মাধ্যমে উন্নয়ন প্যাকেজ সেবা বাস্তবায়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
- খাদ্য ও জীবিকা নিরাপত্তা নিশ্চিতে ২২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ২২টি উপজেলার ৫০ হাজার অতিদরিদ্র নারী এবং ৩০ হাজার অতিদরিদ্র প্রান্তিক ও বর্গাচাষীকে মাসিক ৪০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেক অতিদরিদ্র নারী ১৫ হাজার ৫০০ টাকা এবং প্রান্তিক বর্গাচাষীকে ১০ হাজার ৬০০ টাকা অনুদান প্রদান।
- শহীদ শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমী সম্প্রসারণ বাস্তবায়নাধীন।
- প্রান্তিক নারী গার্মেন্টস্ কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- দেশের বিভিন্ন নারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১ হাজার ৬৫৬ জনকে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ৬৪টি জেলা ও ১৩৬টি উপজেলা নারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কর্মকাণ্ডে ২৯ হাজার ১২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
- নারীদের হাউস কিপিং, নার্সিং, বিদেশী ভাষা, গার্মেন্টস ডিজাইন প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ শেষে বিভিন্ন দেশে চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি। ২০১২ সালে সর্বোচ্চ ৩৭ হাজার ৩০৪ জন নারীর চাকুরী নিয়ে প্রবাসে গমন।
- জাতীয় মহিলা সংস্থা ৬৪টি জেলা ও ৫০টি উপজেলা শাখায় ৩৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন ট্রেডে ৫৬ হাজার জনকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

- অসহায় নারী ও শিশুদের সাহায্য করার জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৫ কোটি টাকা এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে ২ কোটি টাকার তহবিল গঠন। ১ হাজার ৮৬৮ জনকে সহায়তা প্রদান।
- নিবন্ধিত মহিলা সমিতির সংখ্যা ১৬ হাজার ১৫১টি।
- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বল্পমূল্যে ৭টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল পরিচালনা। বার্ষিক উপকারভোগীর সংখ্যা ৩০৭ জন।
- শেরপুরে নালিতাবাড়ী উপজেলায় ৫০ আসন বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ-কাম-আবাসিক হোস্টেল নির্মাণাধীন।
- নারী গার্মেন্টস্ শ্রমিকদের আশুলিয়ায় ৮৩৬ আসন বিশিষ্ট একটি আবাসিক হোস্টেল নির্মাণাধীন।
- বরিশাল ও সিলেটে কর্মজীবী নারীদের জন্য আবাসিক হোস্টেল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- কর্মজীবী নারীদের শিশু পরিচর্যার জন্য ২৫টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালিত।
- ১৮০টি সমিতির ১৮ হাজার তৃণমূল নারী উদ্যোক্তার উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকায় "জয়িতা" বিপণন কেন্দ্র স্থাপন।
- ঢাকাসহ ৬টি জেলার ১৩টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান। উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে ঢাকায় "সোনার তরি" বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।
- নির্যাতনের শিকার নারীদের স্বাস্থ্যসেবা, পুলিশি সহায়তা, আইনী সহায়তা, মানসিক কাউন্সেলিং এবং আশ্রয় সেবা প্রদান। ৭ হাজার ৩৪১ জন নারীকে সহায়তা প্রদান। ২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়।
- নির্যাতিত নারীদের দ্রুত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরি এবং দেশব্যাপী ৭টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা।
- নির্যাতিত নারীদের বিনা খরচে আইনগত সেবা প্রদানে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল এর কার্যক্রম চালু।
- স্থানীয় নারীদের উন্নয়নে ১১ হাজার ৪৫২টি নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতির মধ্যে ২৩ কোটি টাকা অনুদান প্রদান।
- ঢাকা মহানগরীর সেগুনবাগিচায় ১০০ শয্যাবিশিষ্ট মহিলা ও শিশু ডায়াবেটিক, এন্ডোক্রিন মেটাবলিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা। বহির্বিভাগে ১ হাজার ২০০ জনকে চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ প্রদান।
- ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে শিশু ও নারী হৃদরোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসা দেয়ার জন্য ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট একটি নতুন ইউনিট স্থাপনের কাজ বাস্তবায়নাধীন।

- সাংগঠনিক বাধ্যবাধকতা এবং সার্বিক জনকল্যাণের লক্ষ্যে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণ ও আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির স্বার্থে জেন্ডার রেসপনসিভ বাজেট প্রণয়ন।
- দেশের ৬৪টি জেলা ও ৫০টি উপজেলায় আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায় সম্বলহীন এবং বিচার অসমর্থ নারীদের বিনা খরচায় আইনগত সহায়তা প্রদান।
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে হেল্প লাইন সেন্টার চালু। নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু, তাদের পরিবার এবং সংশ্লিষ্ট সবার প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি। ই-সার্ভিস চালু।
- বিসিক শিল্প নগরীতে প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে নারী উদোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান।
- নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন থেকে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণ।
- নারী উদোক্তাদের সহায়তার জন্য প্রতি জেলায় এসএমই হেল্প লাইন সেন্টার চালুর উদ্যোগ।
- জাতীয় শিশু নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ১৭ মার্চকে "জাতীয় শিশু দিবস" হিসেবে পালন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ এপ্রিল ২০১২ গণভবনে শিশু পল্লী প্লাস এর শিশুদের সাথে কিছু সময় কাটান।

- ৪ থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের এক বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান।
- শিশু বিকাশ কেন্দ্রে শিশুদের জন্য কিডস কর্নার ও সাংস্কৃতিক উপস্থাপনার জন্য উন্মুক্ত মঞ্চ স্থাপন।

- ৩ থেকে ৬ বৎসর বয়সী শিশুদের সহজভাবে শেখার সুযোগ বৃদ্ধি ও শিক্ষার চাহিদা মেটানোর জন্য সিসিমপুর আউটরিচ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন। অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, এনজিও, শিশু সংগঠন ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি।
- শিশুদের বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তুলতে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রতি জেলায় ৫টি করে ৩০ জেলায় ১৫০টি কম্পিউটার প্রদান। প্রতি বছর ১ হাজার ৮০০ শিশুকে হাতে কলমে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মভিত্তিক ২৫টি শিশু গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ। ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার শিশুতোষ বই ও ৪৭টি মাসিক বই প্রকাশ।
- শিশু সৃষ্টিশীলতার বিকাশে দ্বি-বার্ষিক চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন। ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত ৫ম প্রতিযোগিতায় ৩৩টি দেশ থেকে ১৬ হাজার ৬৯৫টি ছবি এবং ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ প্রতিযোগিতায় ১৯টি দেশ থেকে ৫ হাজার ৪৪৫টি ছবি অংশগ্রহণ। ৮৯৫টি ছবিকে ১৭৬টি পুরস্কার প্রদান।
- ৬৪টি জেলার ৫ হাজার শিশুর চিত্রাঙ্কন দিল্লি, দুবাই, ইরান, রিয়াদ, থাইল্যান্ড চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ। ১ হাজার ২০০ শিশু শিক্ষার্থীর আন্তঃস্কুল কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ।
- শিশুদের সৃজনশীল ও নান্দনিক মেধা বিকাশে শিশুদের দ্বারা ১৩টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন।
- ৪৩ হাজার ২০০ জন শিশুর শিশু জাদুঘর পরিদর্শন। শিশুদের নিয়ে শিক্ষা সফর আয়োজন।
- শিশু-কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং মননশীলতার উন্নয়নে ইউনিয়ন পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু।
- পথশিশু এবং ঝুঁকিপূর্ণকাজে নিয়োজিত, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া ও প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান।
- ঢাকার লালবাগে ৫০০ জন এবং কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় ২৩৫ জন দরিদ্র শিশু পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য প্রতিমাসে ১ হাজার ৫০০ টাকা হারে ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা বিতরণ।
- গোপালগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, ঠাকুরগাঁও, ঝালকাঠি, রাঙ্গামাটি, মৌলভীবাজার এবং সিরাজগঞ্জ জেলার ৪৪টি উপজেলায় কিশোর-কিশোরীদেরকে ৩৭৯টি ক্লাবের মাধ্যমে সংগঠিত করে লাইফ-স্কিল প্রশিক্ষণ, লাইব্রেরী, বিনোদনমূলক কার্যক্রম, যৌন হয়রানি রোধকল্পে সচেতনতা ও

যৌতুকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি, স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার কমানো ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করা।

- শিশুদের সৃজনশীল মেধা ও যোগ্যতা বিকাশে প্রতিবছর উপজেলা পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতার আয়োজন। ২ লক্ষ ৫০ হাজার শিশুর বিভিন্ন সৃজনশীল বিষয়ে অংশগ্রহণ।
- উপজেলা পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত শিশু নাট্য প্রতিযোগিতা ও উৎসব আয়োজন। ৬ হাজার ৭৫০ জন শিশুর অংশগ্রহণ।
- জাপানের ফুকুওকা'য় অনুষ্ঠিত এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শিশু সমাবেশে ৭ জন ছেলে ও মেয়ে শিশুর অংশগ্রহণ।
- শিশু আইন, ১৯৭৪ অনুযায়ী কারাগারে আটক শিশুদের সংশোধন ও পুনর্বাসন।
- কিশোরীদের ক্ষমতায়ন, নেতৃত্বদান ও বিকাশের লক্ষ্যে কিশোরী ক্লাব গঠন।
- ২৮টি জেলায় ২ হাজার ৮৬০টি কিশোর-কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে জীবন দক্ষতামূলক শিক্ষা প্রদান।